দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নিয়োগের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন প্যানেল শিক্ষকরা

সানাউল হক সানী ●

সাবেক বেসরকারি রেজিস্টার্ড (ইতোমধ্যে জাতীয়করণকৃত) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১০ সালে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় সরকার। এর বিপরীতে ১০ লাখেরও বেশি প্রার্থী আবেদন করেন। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার ৬১১ জন। এর মধ্যে ১৪ হাজার জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাকিদের নিয়োগের আশ্বাস দেওয়া হয়। এর পর দীর্ঘ সময় পার হলেও নিয়োগ না দেওয়ায় প্যানেলভুক্ত মো. শফিকুল ইসলাম জুয়েলসহ নওগাঁর ১০ প্রার্থী ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ ও নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।

আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১৪ সালের ১৮ জুন তাদের নিয়োগ দিতে নির্দেশ দিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন আদালত। এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যরা লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। এই লিভ টু এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

নিয়োগের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আপিল গত বছরের ৭ মে খারিজ হয়। রাষ্ট্রপক্ষ তা পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করে। শুনানি শেষে তাও খারিজ হয়। এ ছাড়া প্যানেলভুক্ত অন্য প্রার্থীরাও রিট করেন ও রায় তাদের পক্ষে যায়। এর পরও সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পোস্ট খালি না থাকার অজুহাত দেখিয়ে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না প্যানেল শিক্ষকদের। নিয়োগের এমন মারপ্যাঁচে চাকরির বয়স খুইয়েছেন বেশিরভাগ শিক্ষক। এখন এই নিয়োগই তাদের ভরসা। তবে কবে তারা নিয়োগ পাবেন আর কবে তাদের এই হতাশা কাটবে, তা বলতে পারছেন না কেউই।

বগুড়ার নন্দীগ্রামের মো. মোস্তফা কামাল। এই চাকরির আশায় অন্য কোনো সরকারি চাকরির জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে পারেননি। ইতোমধ্যে চাকরির বয়স পেরিয়ে ৩২ বছর শেষের পথে। পরিবারের চাপ আর নতুন জীবন শুরু করার আক্ষেপের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে তার দিন। একই চিত্র মল্লিক আবদুর রাজ্জাকের। প্রায় ৩৩ বছর পার হতে চলা এ শিক্ষকের নিয়োগও ঝুলে আছে। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারছেন না তিনি। এই কষ্ট তাকে সবসময় পোড়ায়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাকে ওপরওয়ালাকে স্মরণ করা ছাড়া কোনো গতি নেই বলে জানান তিনি।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এমন নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা প্রায় ১৫ জন শিক্ষকের কথা হয়। প্রত্যেকেরই জীবনের গল্প প্রায় একই রকম। মানিকগঞ্জের এক নারী শিক্ষিকা কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, এই চাকরি হওয়ায় অন্য কোথাও চেষ্টা করিনি। এমনি করে বয়সও শেষ হয়ে গেছে। নিয়োগ পাওয়ার পরে বিয়ে করব বলে অপেক্ষায় থেকেছি। কিন্তু এখন পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। বয়স প্রায় ৩৩। বাকি জীবন কীভাবে কাটবে এমন হতাশাতেই দিন কাটছে তার।

আরিফুর রহমান নামের এক প্যানেল শিক্ষক জানালেন, এই চাকরিটি না হওয়ায় দীর্ঘদিনের প্রেয়সীকেও ছাড়তে হয়েছে তার। তিনি বলেন, আমার মতো বেকার ছেলের কাছে কে-ই বা মেয়ে দিতে চায়। আমরা নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছিলাম। এর পরও আমাদের নিয়োগ দিচ্ছে না। সরকার অজুহাত দেখাচ্ছে, পদ খালি হওয়াসাপেক্ষেই নিয়োগ দেওয়া হবে। অনেক উপজেলায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। আমাদের জীবনের কথা বিবেচনা করে নিয়োগ দিলেই আমরা এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে বেঁচে যাই।

প্যানেল শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি মামলার আইনজীবী অ্যাডভোকেট সিদ্দিকুল্লাহ মিয়া আমাদের সময়কে বলেন, মহামান্য আদালত রায়কারীদের নিয়োগদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় সবাইকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় ধাপে ধাপে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। অথচ হাইকোর্টে রায়প্রাপ্ত প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক এখনো নিয়োগের অপেক্ষায় আছেন। যারা চাকরির জন্য চার বছর ধরে কোর্টে লড়েছেন। মন্ত্রণালয়ের ভুল সিদ্ধান্তের ফলেই এই জট লেগেছে। সিদ্দিকুল্লাহ মিয়া আরও বলেন, রায়কারীদের নিয়োগ দিলে এতদিনে সম্পূর্ণ প্যানেল নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে যেত। তবে আমি এই মামলা থেকে পিছু হটব না। নিয়োগ না পেলে আদালত আবার যেতে বলেছেন। একজন প্যানেল শিক্ষক বাদ গেলেও আবার আদালতের দ্বারস্থ হব। সার্বিক বিষয় জানতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীরকে কয়েকবার ফোন ও খুদে বার্তা পাঠানো হলেও কোনো উত্তর দেননি তিনি। আর অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।